বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(২০২৪ সনের ২৪৫নং গঠনবিধি)

আমি এতদ্বারা নির্দেশ করিতেছি যে, আগামী ১২ আগস্ট, ২০২৪ খ্রি. তারিখ রোজ সোমবার সকাল ১০ঃ৩০ মিনিট হইতে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারকার্য সীমিত আকারে পরিচালনার জন্য নিম্নে উল্লেখিত বেঞ্চসমূহ গঠন করা হইলঃ

১.

বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ

এবং

বিচারপতি মোঃ বজলুর রহমান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য **বিশেষ রীটসমূহ** যথা-ভ্যাট, সম্পূরক শুল্ক, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, অর্থঋণ, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন এবং মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি ব্যতীত **সকল অর্থাৎ সাধারণ(General) রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী; অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পুরাতন রীট মোকদ্দমাসমূহ শুনানী;** যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

২.

বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া

এবং

বিচারপতি মোঃ বশির উল্লাহ

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহনযোগ্য **দেওয়ানী মোশন;** শুনানীর জন্য প্রথম আপীল, প্রথম আপীল (প্রবেট), প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); ৬,০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের প্রথম বিবিধ আপীল; শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল ও রিভিশন মোকদ্দমা; হাইকোর্ট রুলস-এর ৯ অধ্যায়ের ৩৪ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য এবং ৬,০০,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বমানের আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী রুল, দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র হইতে উদ্ভুত সকল লয়াজিমা বিষয়; ২০০১ইং সনের ১নং আইনের (শালিশী আইন-২০০১) ৪৮(ক), (খ) এবং (গ) ধারা মোতাবেক আপীল; দেউলিয়া বিষয়ক আপীল; ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা (বিশেষ দায়িত্ব) অধ্যাদেশ, ১৯৯১ইং (অধ্যাদেশ নং-৬, ১৯৯১) এর অধীন আপীল; বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনারস এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৪৬নং আদেশ) এর অধীনে অনুচ্ছেদ ৩৬ মোতাবেক আপীল; ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী আপীলসমূহ; দ্বৈত বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৩.

বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য আদিম অধিক্ষেত্রাধীন বিষয়াদিসমূহ; সাকসেশন আইন,১৯২৫ অনুযায়ী ইচ্ছাপত্র ও ইচ্ছাপত্র ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তির বিষয়বস্তুর অধিক্ষেত্র; বিবাহ বিচ্ছেদ আইন,১৮৬৯ অনুযায়ী মোকদ্দমা; প্রাইজ কোর্ট বিষয় সহ এ্যাডমিরেলটি কোর্ট আইন,২০০০ অধিক্ষেত্রাধীন মোকদ্দমা; মার্চেন্ট শিপিং অর্ডিন্যান্স, ১৯৮৩ এর অধীনে আবেদনপত্র; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীন আবেদনপত্র; ১৯১৩ ও ১৯৯৪ইং সনের কোম্পানী আইন অনুযায়ী আবেদনপত্র; ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ইং (১৯৯১ইং সনের ১৪নং আইন) অনুযায়ী আবেদনপত্র; সালিশ আইন, ২০০১ (২০০১ইং সনের ১নং আইন) অনুযায়ী আপীল ও আবেদনপত্র; বীমা আইন,২০১০ইং অনুযায়ী আপীল ও তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ ডিক্রি ও আদেশের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও মোশন ও রিভিশন মোকদ্দমা সমূহ গ্রহণ করিবেন; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রিঃ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার দেওয়ানী

মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৪. **বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবির**
এবং
বিচারপতি মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ভ্যাট, কাস্টমস, ইনকামট্যাক্স, দেউলিয়া বিষয়াদি, সিটি কর্পোরেশনের ট্যাক্স, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং অর্থঋণ আইন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ **উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত রীট মোশন ও তৎসংক্রান্ত শুনানী**; ২০০৯ইং সনের ট্রেডমার্ক আইনের অধীনে আপীল; ১৯১১ইং সনের পেটেন্ট ও ডিজাইন আইনের ৫১(ক) এবং ২৬(খ),(গ),(ঘ) ও (ঙ) ধারামতে আবেদনপত্র ও আপীল; সালিশ আইন হইত উদ্ভুত দেওয়ানী ও রীট সংক্রান্ত মোশন ও শুনানী; মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন,২০১২ এর ১২৪ ধারা মোতাবেক রিভিশন/আপীল সহ মূল্য সংযোজন কর আইন,১৯৯১-এর ধারা ৪২(১)(গ) ক্ষমতাবলে এ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল; আয়কর রেফারেন্স মোকদ্দমা ও আয়কর সংক্রান্ত রীট; কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯-এর ধারা ১৯৬ডি অনুযায়ী আপীল শুনানী করিবেন; **হাইকোর্ট বিভাগ ও উহার অধীনস্থ আদালতসমূহের অবমাননার অভিযোগপত্রসমূহ;** যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৫. **বিচারপতি মোঃ কামরুল হোসেন মোল্লা**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত বিষয়াদিসহ একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য **ফৌজদারী মোশন;** ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী রিভিশন ও রেফারেন্স মোকদ্দমা এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী মোশন; দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; ২০০১ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত ১৯৭২ইং সনের গণপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ মোতাবেক ''নির্বাচনী'' আবেদনপত্র; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল ও আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১খ্রি. তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

৬. **বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান**
এবং
বিচারপতি এ, কে, এম, রবিউল হাসান

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য **দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও মানি লন্ডারিং আইন সংক্রান্ত বিষয়াদীর রীট মোশনসহ ডিভিশন বেঞ্চ গ্রহণযোগ্য সকল প্রকার ফৌজদারী মোশন;** ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও তৎসংক্রান্ত জামিনের আবেদনপত্র; ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র ও শুনানী; শুনানীর জন্য ফৌজদারী রিভিশন এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৭. **বিচারপতি মোঃ আতোয়ার রহমান**
এবং
বিচারপতি মোঃ আলী রেজা

একত্রে ডিভিশন বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য ডিভিশন বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য **সকল প্রকার ফৌজদারী মোশন; অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মামলার সন ও নম্বরের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করিয়া মৃত্যুদন্ডাদেশ কনফারমেশনের রেফারেন্স** এবং একই রায় হইতে উদ্ভুত সকল ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল এবং উক্ত রায় হইতে উদ্ভুত ফৌজদারী আপীল ও জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং ফৌজদারী বিবিধ যদি থাকে; ফৌজদারী আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র এবং শুনানীর জন্য ফৌজদারী মঞ্জুরীকৃত আপীল ও সকল জেল আপীল মঞ্জুরীর আবেদনপত্র; শুনানীর জন্য ফৌজদারী রিভিশন মোকদ্দমা এবং ফৌজদারী বিবিধ মোকদ্দমাসমূহ; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন।

৮. **বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথ**

একক বেঞ্চে বসিবেন এবং শুনানীর জন্য সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে **দেওয়ানী মোশন;** দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ৪১ অর্ডারের ১১ রুল অনুযায়ী শুনানীর জন্য অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের আপীল; সহকারী জজ ব্যতীত অন্য বিচারকের আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের এবং সহকারী জজের মান নিরপেক্ষ আদেশ ও ডিক্রির বিরুদ্ধে দেওয়ানী রুল ও দেওয়ানী রিভিশন মোকদ্দমা; অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০,০০০ টাকা মানের আবেদনপত্র এবং একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য সকল লয়াজিমা বিষয় ও অনূর্ধ্ব ৬,০০,০০০০০ টাকা মানের প্রথম বিবিধ আপীল, প্রথম বিবিধ আপীল (প্রবেট); একক বেঞ্চে গ্রহণযোগ্য দ্বিতীয় আপীল; যে সব বিষয় এই বেঞ্চে স্থানান্তরিত হইবে এবং উপরোল্লিখিত বিষয়াদি সংক্রান্ত রুল, আবেদনপত্র গ্রহণ ও শুনানী করিবেন। এই গঠনবিধির অব্যবহিত পূর্বের গঠনবিধির কোন আংশিকশ্রুত বা রায় থাকিলে তাহাও গ্রহণ করিবেন।

উল্লেখ্য যে, ১ ফেব্রুয়ারি,২০২১ খ্রি. তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত, স্থানান্তরিত বা চলমান সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমা বা কার্যধারা অত্র বেঞ্চেই শুনানী ও নিষ্পত্তি হইবে।

স্বাঃ/-
বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি
তারিখঃ ১১ আগস্ট, ২০২৪ খ্রি.।

প্রচারের জন্যঃ

১. বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ
২. বিচারপতি মোঃ মজিবুর রহমান মিয়া
৩. বিচারপতি খিজির আহমেদ চৌধুরী
৪. বিচারপতি মোঃ ইকবাল কবির
৫. বিচারপতি মোঃ কামরুল হোসেন মোল্লা
৬. বিচারপতি এস এম কুদ্দুস জামান
৭. বিচারপতি মোঃ আতোয়ার রহমান
৮. বিচারপতি মোঃ রিয়াজ উদ্দিন খান
৯. বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথ
১০. বিচারপতি মোঃ আলী রেজা

১১. বিচারপতি মোঃ বজলুর রহমান

১২. বিচারপতি মোঃ বশির উল্লাহ

১৩. বিচারপতি এ, কে, এম, রবিউল হাসান